রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থপনা

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসায় বাজেট ঘাটতি গত দুই অর্থ বছরে সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে যেখানে শুধুমাত্র সরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি ৬.১% ছিল সেখানে গত অর্থ বছরে তা ৪.৭%-এ এবং চলতি অর্থ বছরে ৪.২%-এ হ্রাস পায়। সরকারি ব্যয় যৌক্তিকীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণের নীতি অনুসরণের কারণে

এ ক্ষেত্রে এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এ অর্জন গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক বিশেষ । ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণার সময় কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব উভয় ক্ষেত্রে রাজস্ব বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক সাহায্যের পটভূমিকায় অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহ fiscal sustainability-র জন্য অপরিহার্য । চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে এনবিআর রাজস্ব সংগ্রহ প্রায় ২৩ শতাংশ বেড়েছে যা গত বছরের প্রকৃত সংগ্রহের অনেক ঊর্ধ্বে। সরকারের রাজস্ব আয় ৩১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। এতে করে রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাত ১০.৪ শতাংশে উন্নীত হবে। উল্লেখ্য যে, আশির দশকে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা যেখানে ছিল ৩.০ শতাংশ সেখানে নব্বই-এর দশকে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭.০ শতাংশে। বাংলাদেশের ব্যয়-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশ। আশির দশকে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল ৩.১ শতাংশ যা নব্বইয়ের দশকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৬ শতাংশে। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামাজিক খাত যেমন মানব উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির জন্য ক্রমাগতভাবে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী এ খাতে ব্যয় দাঁড়াবে ২৬ শতাংশ।